"মিষ্টি বাচ্চারা - পড়ায় গাফিলতি কোরো না, অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা নিজেদের ঝুলি পরিপূর্ণ করতে থাকো, বিনাশী ধনের জন্য এই উপার্জনকে পরিত্যাগ কোরো না"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চারা বাবার সমান দয়াশীল, তাদের নিদর্শন কি হবে ?

*উত্তরঃ - তাদের জ্ঞানের নেশা চড়ে থাকবে, তারা জ্ঞান রত্নকে নিজের মধ্যে ধারণ করে অন্যদের জ্ঞানের ইঞ্জেকশন লাগাতে থাকবে, সকলকে আসুরীয় মত থেকে মুক্ত করতে থাকবে। ২) বাবা যা শোনান তা নোট করতে থাকবে আর সকাল-সকাল তার উপর মনোনিবেশ করবে, বিচার সাগর মন্থন করে সদা প্রফুল্লিত থাকবে।

*গীতঃ- আমাদের তীর্থ আলাদা....

ওম্ শান্তি । শিবরাত্রি কবে হয় বা পরমপিতা পরমাত্মা শিব কখন অবতীর্ণ হন, তা ভারতবাসী জানে না। বাচ্চারা, তোমরাও পুরুষার্থের নম্বরের অনুক্রমে জেনে থাকো যে শিব কবে অবতীর্ণ হন! গায়নও করে যে রাত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু কোন্ রাত্রি ? এই যে সাধারণ রাত-দিন হয়, সেই রাত্রি অথবা আর কোনো রাত্রি আছে ? তা ভারতবাসীরা জানে না। শিবের পরিবর্তে তারা আবার কৃষ্ণের জন্ম-রাত্রি রেখেছে ১২টার সময়। শিবকে মানে কিন্তু তিনি কবে জন্ম নেন, তা জানে না। শিবের অবতরণের দিন সকলের জন্য সবচেয়ে বড় দিন। কারণ তিনি হলেন সকলের সদ্গতিদাতা। যখন সকলের উপর দুঃখ এসে ভীড় করে তখন চিৎকার করে -- হে পতিত-পাবন এসো। ওহ্ গডফাদার দয়া করো। পোপও বলে -- হে গডফাদার, এই মানুষদের উপর কৃপা করো। এরা একে-অপরকে আঘাত (মারধোর করা) করার জন্য তৈরী হয়ে রয়েছে। কারোর (কথা) শোনেও না। তাদেরকে ঈশ্বরই মত দিক। কেউ ঘরেই বিগড়ে গেলে তখন বলে যে ঈশ্বর একে সুমতি (ভালো 'মত') দাও, কারণ এ তো আসুরীয় মতে চলছে। এখন ভগবান কে, সেও জানে না। বলে যে ঈশ্বর নিরাকার, তিনি হলেন সর্বব্যাপী। তাহলে তো কোনো কথাই দাঁড়ায় না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা কিভাবে সাধারণ ব্রহ্মার শরীরে অবতরিত হন। ব্রহ্মার কোথায় জন্ম হয়েছে, তা ভারতবাসী জানে না। দাদার (ব্রহ্মা) চিত্র দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। মনে করে, ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি থেকে জন্ম নিয়েছেন। এখন নাভি থেকে জন্ম তো কারোর হতে পারে না, বিষ্ণু কোথাকার বাসিন্দা, কারোর বায়োগ্রাফী জানেই না। ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণু কি বেদের সমগ্র সারকথা শুনিয়েছেন ? ব্রহ্মার হাতে বেদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এও তো হতে পারে না। বাবা বোঝান, এক তো বাচ্চাদের দেহী-অভিমানী হয়ে এখানে বসতে হবে। আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে এই কানের মাধ্যমে শুনছি। কিন্তু বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সাথে পরমপিতা পরমাত্মা বার্তালাপ করছেন। যিনি সকলের সদ্গতিদাতা, জ্ঞানের সাগর তিনি বসে বাচ্চাদের পড়ান। এ'কথা তোমরা ব্যতীত আর কারোর বুদ্ধিতে বসে না, সেইজন্য এত রিগার্ড দেয় না। যদি নিশ্চয় থাকে যে ভগবান পড়ান তাহলে এই পড়া এক সেকেন্ডের জন্যও ছাড়তে পারবে না। এই পড়া আধা-পৌনে ঘন্টা(৩০-৪৫ মি.) ধরে চলে। বাবা বলেন কেবল আমাকে স্মরণ করো। এই একটি কথা কখনও ভুলো না। বাকি সব হলো বিস্তারিত বর্ণনা। বাবা বোঝান, এই যে বেদ-শাস্ত্র পড়া, দান-পুণ্য করা.... এ'সব যাকিছুই করে এসেছো, এও ড্রামায় নির্ধারণ করা আছে। অর্ধেক সময় হলো জ্ঞান আর অর্ধেক সময় ভক্তি। ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত। সাধারণ এই দিন-রাতকে তো পশুরাও বোঝে। কিন্তু এই ব্রহ্মার দিন-রাত্রিকে তো বড়-বড় বিদ্বানরাও জানে না। বাচ্চারা, তোমাদের গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে, কাজ-কর্মাদি করে পড়তেও অবশ্যই হবে, এতে গাফিলতি করা উচিত নয়। বাবা জানেন অমুকে-অমুকে গাফিলতি করে। রেগুলার না পড়লে তখন ফেল করে যাবে অথবা স্বল্প পদ লাভ করবে কারণ তারা বিনাশী ধন-লোভী(বিষয়াসক্ত)। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের কদর করে না। বাচ্চারা, এ তো তোমরা জানোই। সঙ্গে করে এই অবিনাশী রত্নই যাবে। যারা প্রভূত অর্থ (পয়সা) একত্রিত করেছে, গভর্নমেন্ট তাদের পিছনে পড়ে রয়েছে। যেমন মানুষের যখন মৃত্যু আসে, তখন হলুদ বর্ণের হয়ে যায়। তেমনি গভর্নমেন্টের অফিসাররা যখন নেওয়ার জন্য আসে তখন হলদে হয়ে যায়। দেখো, দুনিয়ার কি হাল(অবস্থা), আমি বোঝাই - বাচ্চারা, সময় অতি অল্প। এই মৃত্যুলোককে নরক বলা হয়ে থাকে। তারা বলেও - আমরা পতিত তবুও নিজের মতেই চলতে থাকি। কনফারেন্স করে যে শান্তি কিভাবে হবে ? ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা যেন পরস্পরের মধ্যে লড়াই না করে। একজন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীই আপন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে লড়াই করছে। মানুষ তাদের এখন কীভাবে শান্ত করতে পারবে। একদমই অনাথ হয়ে পড়েছে। ঋষি-মুনিরাও বলে যে আমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানি না। বাবা বলেন, তোমরা নিজেদের ধনীকে(নাথকে) জানো না। মালিককে মানো তবে তো (তাঁকে) জানাও উচিত, তাই না! ভগবান, ঈশ্বর, গড -- এ'সব বিভিন্ন ধরণের নাম রাখে।

বাস্তবে তো হলো ফাদার, তাই না! আমাদের রচয়িতা তাই আমরা হলাম ওঁনার সন্তান। মা-বাবা আর সন্তান। আমরা তো হলামই ঈশ্বরীয় পরিবার। মাতা-পিতার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। আমরা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার পরিবার। বাবাকে সর্বব্যাপী বলে দিলে তখন তো পরিবার হতে পারবে না। আমরা হলাম মালিক রচয়িতার পরিবার। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বেও বাবা অবশ্যই উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। না কেবল আমাদের উপরন্তু সকলকেই দিয়ে থাকেন। আমাদের জীবনমুক্তির দেন, বাকি সকলকে মুক্তির দেন। কত সহজ। এতেও খুশির পারদ ঊর্ধ্বে হওয়া উচিত। কিন্তু ওহো! আমার মায়া, এখান থেকে বাইরে গেলেই মায়া ভুলিয়ে দেয়। বাবাকেই ভুলে যায়। এখন তোমরা বাবার হয়েছো, তোমরাই জানো শিববাবাও ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের অ্যাডাপ্ট করেছেন। এমন নয় যে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি থেকে বের হয়েছেন। এই চিত্র রাখা উচিত। (গাঁন্ধীর নাভি থেকে নেহরু) কিন্তু বিষ্ণুর নাভি থেকে এত বড় ব্রহ্মা কিভাবে বের হবে। আবার ব্রহ্মা বসে জ্ঞান শোনান - বেদ এর, সেও আবার কোথায় ? সূক্ষ্মলোকে কী ? কিছুই বুদ্ধিতে বসে না। যে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেবে সে তো এ'সব কথা বোঝে। বাকি সকলেই বলে দেয়, এ হলো কল্পনা। এখন বাচ্চারা তো মানে যে অবশ্যই বাবা সত্যই শোনান আর তোমাদের ব্রাহ্মণদের আবার গিয়ে সকলকে সত্যিকারের গীতা শোনাতে হবে। সকলেই একইভাবে বোঝাতে পারে না। নম্বরের অনুক্রমে ওখানে রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। সকলেই একই রকমভাবে পড়তে পারে না। ধারণা করে পুনরায় তার উপর বিচারসাগর মন্থন করতে হবে। শুনলে, নোট করলে তারপর বসে ভাবনাচিন্তা করা উচিত। আজ বাবা কি শুনিয়েছেন। সকালে উঠে খেয়াল করা উচিত। তোমাদের সকলের উপর দয়া হওয়া উচিত। বাবার আদেশ হলো, নিজের রচনা স্ত্রী, সন্তানদেরকেও বোঝাও। পুরুষ রচনা করে আপন সুখের জন্য। অসীমের এই পিতা স্বয়ং সুখ ভোগ করেন না। তারা বলে যে বাচ্চাদের জন্যই সমস্ত পরিশ্রম করি। যখন ধারণা হবে তখনই নেশা চড়বে তবেই কাউকে ইঞ্জেকশন লাগাতে পারবে। বাবার মতন দয়াশীল হতে হবে। আসুরী মত থেকে সকলকে মুক্ত করতে হবে। কত বড় শত্রুতা রয়েছে রাম আর রাবণের। এ হলো রাবণ-রাজ্য, ও'টা হলো রাম-রাজ্য। মানুষ তো কিছুই জানে না যে পবিত্রে পরিণত কে করেন, পতিতে পরিণত কে করে। বাবা কত ভালোভাবে বোঝান। বোঝানোর জন্যই এই চিত্র তৈরী করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী বাবা-ই বুঝিয়ে থাকেন। এই চিত্রগুলিতে অত্যন্ত ভালোভাবে লেখা রয়েছে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে নিরাকার গডফাদার বসে থেকে সমগ্র ওয়ার্ল্ডের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী তোমাদের শুনিয়ে থাকেন। শোনে অনেক কিন্তু বোঝে না কিছুই। বাস্তবে এই সমস্ত চিত্রগুলি হলো অন্ধের সম্মুখে আয়না দেখানো। (কল্প) বৃক্ষ আর ড্রামা, সে তো অত্যন্ত পরিষ্কার। এ তো বাবা বুঝিয়েই তৈরী করেছেন। এইসময় সকলেই অজ্ঞান নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা আধ্যাত্মিক যাত্রায় নিয়ে যাও। রুহানী পথিক বানানোর জন্য কত জ্ঞান প্রদান করতে হয়। বুদ্ধি স্বচ্ছ হওয়া উচিত। এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এও আশ্চর্যজনক, যেখানে নিজের জড় স্মারকচিহ্ন রয়েছে, সেখানে এসেই বসেছে। ও'টা হলো জড়, এ হলো চৈতন্য। বড় গোপন রহস্য। যেমন আমরা গুপ্ত, তেমনই মন্দির, স্মারকচিহ্নও গুপ্ত। মন্দির নির্মাণকারীরা জানে না। বাবা তোমাদের সব কথাই বোঝান। প্রদর্শনীতে শব্দও(বোল) অত্যন্ত ভালো হওয়া উচিত। তোমাদের অত্যন্ত ভালোভাবে বোঝানোও উচিত। প্রতিটি মানুষকে চেনাও উচিত । বড়-বড় মানুষেরা আসি, কেউ ভালোভাবে বোঝে, কেউ তো বলে দেয় যে ভাল লাগে কিন্তু অবসর কোথায়। কেউ বলে কাল থেকে এসে বুঝব। বাবাও বলে দেন যে তুমি কখনও আসবে না, আসা অত্যন্ত মুশকিল। তোমরা জানো যে আমরা দেবতা হতে চলেছি, আমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। আমরা রাজত্ব করবো। কিন্তু এই হৃদয়-দর্পণে দেখা উচিত যে আমরা রাজা-রানী হবো নাকি দাস-দাসী নাকি প্রজা। মধুবনে এসে এমন নেশা চড়িয়ে যাও, যা পরে সদাই বজায় থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে পৃথক হয়ে থাকো। স্বচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে জ্ঞান ধারণ করে তারপর অন্যকে ধারণা করাতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে।

২) বাবার সমান দয়াশীল হয়ে সকলকে আসুরী মত থেকে উদ্ধার করতে হবে।

বরদানঃ- পরিবর্তন শক্তির দ্বারা বিগতকে বিন্দুতে পরিণতকারী (ইতি টানা) নির্মল এবং নির্মান (নিরভিমানী) ভব

পরিবর্তন শক্তির দ্বারা প্রথমে নিজের স্বরূপের পরিবর্তন করো, আমি শরীর নই আত্মা। তারপর স্বভাবের

পরিবর্তন করো, পুরোনো স্বভাবই পুরুষার্থী জীবনে ধোঁকা দেয়, তাই পুরোনো স্বভাব অর্থাৎ নেচারের পরিবর্তন করো। তারপর হলো সঙ্কল্পের পরিবর্তন। ব্যর্থ সঙ্কল্পকে সমর্থে (সঙ্কল্পে) পরিবর্তন করে দাও। এইভাবে পরিবর্তন শক্তির দ্বারা প্রতিটি অতীতের বিষয়ে বিন্দু লাগিয়ে দাও তাহলে নির্মল এবং নির্মান (নিরহংকারী) স্বততঃ-ই হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- কপালে সদা স্মৃতির তিলক - এ'টাই প্রকৃত সৌভাগ্যবতীর (সুহাগান) নিদর্শন।

(দাদীদের ডায়রী থেকে নির্বাচিত কিছু অমূল্য রত্ন)

মানুষের মূল্য শুদ্ধ বুদ্ধি এবং অশুদ্ধ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, যেমন সর্বোত্তম দেবী-দেবতা ঘরানার বুদ্ধি হলো সর্বোচ্চ মূল্যবান। তেমনই মধ্যম ঘরানার মূল্য হলো মধ্যম। এইরকমভাবে কনিষ্ঠ ঘরানার বুদ্ধির মূল্যও সর্বনিম্নই হয়। এ হলো তিনটি সম্প্রদায়। এই তিনটিই হলো সমগ্র বুদ্ধির আধার। প্রথমে সর্বোত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতারা সম্পূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা সর্বোত্তম উপার্জন করে বিশ্বের সার্বভৌমত্বের চাবি অথবা বৈকুন্ঠের বাদশাহী প্রাপ্ত করেছে, অর্ধকল্প ধরে প্রকৃতি তাদের দাসী হয়ে রয়েছে, সেইজন্য প্র্যাকটিক্যালি তারা সুখ ভোগ করে আর অর্ধেক কল্প তাদের মূর্তিগুলি মন্দিরে পূজিত হয়, তাই সবকিছুর ভিত এই বুদ্ধির উপরেই। এরজন্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চাই। ঈশ্বর পিতার মহাবাক্য হলো, তেজগতিতে আমার সাথে বুদ্ধিযোগ সংযোগকারী হল সাক্ষাৎ আমারই স্বরূপ।

বাবা নিজের দৈবী বাচ্চাদের ওয়ান্ডারফুল উপহার পণ হিসেবে দিয়ে থাকেন। এখন তোমরা কি ধরণের উপহার পাও ? অবিনাশী জ্ঞান-ধনের ? বুঝেছ, কিন্তু এর পর কি পাও ? সমস্ত শৃঙ্গার হয়েছে ওয়ান্ডারফুল বৈকুন্ঠের, এই বিস্ময়কর উপহারই তোমরা পণ হিসেবে পাও, কারণ এই বাবার নিজের বাচ্চাদের প্রতি অতি প্রেম রয়েছে। তিনি বলেন, ওখানে তো প্রত্যেকের নিজের-নিজের বাবা-মা যা দেওয়ার তাই-ই দেবে, কিন্তু আমি তো বাচ্চাদের এখনই দিয়ে দেব, তাই না! তিনি বোঝান যে আমার বাচ্চারা সবকিছু পেয়ে যাক তাহলে তাদের হৃদয় কি'করে পরিপূর্ণ হবে! সেইজন্য এই স্বরূপে সকলকে বৈকুন্ঠের উপহার দিয়ে দিতে থাকি। এ'রকম নয় যে যারা জ্ঞানী আত্মা, সর্বোত্তম তাদেরকেই দিয়ে থাকি, সর্বোত্তমের তো ওখানেও কানেকশন থাকে, কিন্তু মধ্যম, সর্বোত্তম দু'জনেই পেয়ে থাকে। কারণ এইসময় দৈবী সন্তান হওয়ার কারণে এক সমান অতি প্রিয় হয়ে থাকে। যেই কারণে বৈকুন্ঠের এ'রকম উপহার আমি দিয়ে দিতে থাকি, যারজন্য জন্ম-জন্মান্তর সকল বাচ্চারাই সুখ ভোগ করে। সেই রয়্যাল ঘরানার মহিমা এবং পূজা হয়, এই ঘরানা হলো রয়্যাল, তাই এর মহিমাও এ'ওয়ান (প্রথম সারির)। দেখো, লর্ড কৃষ্ণের কত ধুমধাম করে মহিমা করে। ইউরোপিয়নরাও বলে, লর্ড কৃষ্ণ। কৃষ্ণের পূজারী আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম নিয়ে বলে থাকে যে আমরা হলাম কৃষ্ণের পূজারী। পূজা করে যে পূজারী, তাকে ব্রাহ্মণ টাইটেল দেওয়া হয়ে থাকে, যারজন্য প্রকৃতিও তাদেরও দাসী হয়ে যায়। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে তাদের জীবন ব্রাহ্মণদের মতন নয়, কেবল নিজের উপর এই টাইটেল রাখা হয়েছে। নিজের নামের প্রচার করেছেন। সত্যযুগের সময়ও যে ধরণের নিয়ম ছিল, সে'সব এখান থেকেই শুরু হয়। সেই সব কানুন প্রথমে এখানেই স্থাপিত হয়, যে কানুন এখানে মার্জরূপে থাকে, ওখানে ইমার্জ হয়ে প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ ধারণ করে। এখান থেকে যে জ্ঞান তোলা(ধারণ) হয়ে থাকে তাতেই অন্তে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। এখানে যেমন মতি, ওখানে তার দ্বারাই প্র্যাকটিক্যাল পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে। চিন্তা করা হয়ে থাকে, তাই না! বলা হয় যে, ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নাও। প্রথমে পদক্ষেপ নেওয়া হয় না, এখানে প্রথমে ভাবা হয় তারপর ওখানে পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে। এখানে ভাবনাচিন্তা ইমার্জ থাকে, আর মার্জ থাকে কদম। ওখানে কদম থাকে ইমার্জ, ভাবনাচিন্তা থাকে মার্জ। যদি মানুষের বুদ্ধি সঠিক থাকে তাহলে সবকিছুই আছে, বুদ্ধি অনেক বড় হওয়া উচিৎ। এই দিব্য বাবার এত গায়ন কেন হয়েছে? কারণ তিনি হলেন বিশালবুদ্ধিসম্পন্ন। বুদ্ধির দ্বারাই মানুষ রাজা আর বুদ্ধির দ্বারাই ফকির হয়ে যায়। সকল কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বুদ্ধিরই শিরোমণিরূপে গায়ন করা হয়ে থাকে। বিশালবুদ্ধিসম্পন্ন দিব্য আত্মার ললাট জ্বল-জ্বল করে কারণ বুদ্ধিতেই সমগ্র জ্ঞান ভরা থাকে, তারা আবার যখন অন্যদের নিজেদের বুদ্ধিরূপী রত্ন-ভান্ডার থেকে জ্ঞানের রত্ন বের করে দেয় তখন তার চমক দেখা যায়। সেই আত্মার দ্বারা তখন ডিভাইন বাবার মহিমা কীর্তিত হয়, কিন্তু তা নম্বরের ক্রমানুসারে। তাদের মধ্যেও শিরোমণি দিব্য-পিতা প্রজাপিতা ব্রহ্মার মহিমার গায়ন করা হয়েছে। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;